পরাজিত মানবতা

আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলায় বীভৎসতাকে কোনোভাবেই বর্ণনার উপায় নেই। আক্রান্তরা কিংবা যারা ঐ সময় উপস্থিত ছিলো তারাই বলতে পারবে কতটা ভয়াবহ ছিলো এই হামলা। সাপ্তাহিক ২০০০ চেষ্টা করেছে ছবিতে তুলে আনতে সেই ভয়াবহতাকে, অসহায়ত্বকে।

১

২

৩

৪

৫

১ নম্বর ছবিটি জনসভার শেষ পর্যায়ের। শেখ হাসিনা সবাইকে আহ্বান করছেন মিছিলে যোগদানের জন্য। এরপরই শুরু হয় গ্রেনেড হামলা। ২ নম্বর ছবিটি গ্রেনেড ফাটার সময়ের। একটি গ্রেনেড এসে পড়লো সভায় মঞ্চ বানানো ট্রাকের পাশে। জিল্লুর রহমান পাশে দাঁড়িয়ে। ৩ নম্বর ছবিটি নেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেনেড হামলা থেকে বাঁচানোর চেষ্টায় ঘিরে রেখেছেন দলীয় কর্মীরা। ৪ নম্বর ছবিতে জিল্লুর রহমান কানে হাত দিয়ে বসে আছেন। আরো গ্রেনেড পড়ছে ট্রাকের পাশে। ৫ নম্বর ছবিটি গ্রেনেডের ধ্বংসযজ্ঞ। স্প্লিন্টারের আঘাতে বিধ্বস্ত মানুষগুলো কাতরাচ্ছে। ফাঁকা হয়ে গেছে জনাকীর্ণ জনসভা।

wecb MYZš

ছবি : **জিয়া ইসলাম, প্রথম আলো**
আনোয়ার মজুমদার

জীবন ভয়ে দৌড়ে পালানো মানুষ আবার ফিরে আসে। নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা দেহগুলো টেনে নিয়ে আসে হাসপাতালে। কয়েক সেকেন্ডে পাল্টে যাওয়া জীবনকে ফিরিয়ে আনার প্রাণান্তকর চেষ্টা। কিন্তু প্রিয়জনের চিৎকার, কান্না, আর্তি কি ফিরিয়ে আনবে তাদের? জীবনের কাছে পরাজিত মানুষগুলোর শ্বাসহীন শরীর পড়ে আছে হাসপাতালের লাশঘরে। কোথায় মনুষ্যত্ব? এরা মানুষ নয় হায়না। হায়নার কবলে বাংলাদেশ।